

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ

এই দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কথাসারে বলা হয়েছে বলি মহারাজের আচরণে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে সুতললোকে স্থান দিয়েছিলেন, এবং তাঁকে আশীর্বাদ করার পর তাঁর দ্বারপাল হতে সম্মত হয়েছিলেন।

বলি মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমাজের চোখে অত্যন্ত তুচ্ছ হন। অত্যন্ত মহান ব্যক্তি নরক সহ্য করতে পারেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হওয়ার অপযশকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। বলি মহারাজ তাই মহানন্দে ভগবান প্রদত্ত দণ্ড শিরোধার্য করেছিলেন। বলি মহারাজের রাজত্বকালে বহু অসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়ার ফলে যোগীদের থেকেও উন্নত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বলি মহারাজ বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে প্রহ্লাদ মহারাজের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে তিনি ভগবানের তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য তাঁর মস্তক দান করতে স্থির করেছিলেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য মহাপুরুষেরা কিভাবে তাঁদের আত্মীয়-পরিজন এবং ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করেন, বলি মহারাজ সেই কথাও বিবেচনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা ভগবানের দাসত্ব লাভের জন্য তাঁর প্রসন্নতা বিধান করতে তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। পূর্বতন আচার্য এবং ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলি মহারাজ নিজেকে সার্থক বলে মনে করেছিলেন।

বলি মহারাজ যখন বরুণপাশে বদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তিনি ভগবানের স্তব করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বর্ণনা করেছিলেন, কিভাবে বলি মহারাজকে ছলনা করে ভগবান সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতিতে ভগবান ব্রহ্মা এবং বলির পত্নী বিদ্যাবলি ভগবানের পরমেশ্বরত্ব বর্ণনা করেছিলেন। বলি মহারাজ যেহেতু তাঁর সর্বস্ব ভগবানকে নিবেদন করেছিলেন, তাই তাঁরা ভগবানের কাছে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান তখন বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে অভক্তের ধন-সম্পদ

বিপজ্জনক হয়, কিন্তু ভক্তের ঐশ্বর্য ভগবানের আশীর্বাদ। তখন বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, ভগবান বলি মহারাজকে রক্ষা করার জন্য তাঁর চক্র দান করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলিভগবতাসুরঃ ।

ভিদ্যমানোহপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহাবিক্রবং বচঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; বিপ্রকৃতঃ—দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে; রাজন্—হে রাজন্; বলিঃ—বলি মহারাজ; ভগবতা—ভগবান বামনদেবের দ্বারা; অসুরঃ—অসুররাজ; ভিদ্যমানঃ অপি—অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও; অভিন্ন-আত্মা—দেহ অথবা মনের দ্বারা বিচলিত না হয়ে; প্রত্যাহ—উত্তর দিয়েছিলেন; অবিক্রবম্—অবিচলিত; বচঃ—এই কথাগুলি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অনিষ্ট সাধন করেছিলেন, তবুও বলি মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি বলে মনে করে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীবলিরুবাচ

যদ্যুত্তমশ্লোক ভবান্ মমেরিতং

বচো ব্যলীকং সুরবর্ষ মন্যতে ।

করোম্যতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্বনং

পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষি মে নিজম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—বলি মহারাজ বললেন; যদি—যদি; উত্তমশ্লোক—হে ভগবান; ভবান্—আপনি; মম—আমার; ঈরিতম্—প্রতিশ্রুতি; বচঃ—বাক্য; ব্যলীকম্—মিথ্যা; সুর-বর্ষ—হে সুরশ্রেষ্ঠ; মন্যতে—আপনি যদি তা মনে করেন; করোমি—আমি

করব; ঋতম্—সত্য; তৎ—তা (প্রতিজ্ঞা); ন—না; ভবেৎ—হবে; প্রলম্বনম্—প্রতারণা; পদম্—পদ; তৃতীয়ম্—তৃতীয়; কুরু—করুন; শীর্ষি—মস্তকে; মে—আমার; নিজম্—আপনার শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—হে উত্তমশ্লোক, হে দেবপূজ্য, আপনি যদি মনে করেন যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অবশ্যই সংশোধন করে সত্যে পরিণত করব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ হতে দিতে পারি না। তাই, দয়া করে আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান বামনদেব দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে ছলনাপূর্বক তাঁর সম্মুখে একজন যাচকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যদিও ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ছলনা করা, তবুও তাঁর ভক্তের মহিমা বিস্তার করার জন্য কিভাবে ভগবান তাঁর ভক্তকে ছলনা করবেন, তা বুঝতে পেরে বলি মহারাজ আনন্দিতই হয়েছিলেন। বলা হয় যে ভগবান মঙ্গলময়, এবং তা সত্য। তিনি ছলনাই করুন অথবা পুরস্কৃতই করুন, তিনি সর্বদাই মঙ্গলময়। বলি মহারাজ তাই তাঁকে উত্তমশ্লোক বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “হে ভগবান, আপনি সর্বদাই উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন। দেবতাদের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক আমাকে ছলনা করবার জন্য আপনি আপনার পরিচয় গোপন করে আমার কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু পরে আপনি এমনভাবে আপনার শরীর বিস্তার করেছেন যে, দুই পদবিন্যাসের দ্বারা আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করেছেন। যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করে কার্য করছেন, তাই আপনি এটিকে ছলনা বলে মনে করেন না। সে যাই হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো ভক্ত নই। আপনি লক্ষ্মীপতি হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন, অতএব আমি আপনার সন্তুষ্টি বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তাই আপনি দয়া করে মনে করবেন না যে, আমি আপনাকে প্রতারণা করতে চেয়েছি, আমার প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করব। এখনও আমার একটি বস্তু রয়েছে—আমার শরীর। আপনি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তবুও আমার দেহটি এখনও রয়েছে। এই দেহটি আমি আপনাকে নিবেদন করছি, দয়া করে আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন।” কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ভগবান যেহেতু তাঁর দুই পদবিন্যাসের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত

করেছিলেন, তা হলে বলি মহারাজের মস্তক কিভাবে তাঁর তৃতীয় পদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে? বলি মহারাজ কিন্তু বিচার করেছিলেন যে, ঐশ্বর্যের অধিকারি তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বড়। তাই ভগবান যদিও তাঁর সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, তবুও ঐশ্বর্যের অধিকারি বলি মহারাজের মস্তক অবশ্যই ভগবানের তৃতীয় পদের জন্য যথেষ্ট স্থান প্রদান করতে পারবে।

শ্লোক ৩

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো

ন পাশবন্ধাদ্ ব্যসনাদ্ দুরত্যাৎ ।

নৈবার্থকৃচ্ছাদ্ ভবতো বিনিগ্রহা-

দসাধুবাদাদ্ ভৃশমুদ্বিজে যথা ॥ ৩ ॥

বিভেমি—আমি ভয় করি; ন—না; অহম্—আমি; নিরয়াৎ—নরক থেকে; পদ-
চ্যুতঃ—আমি আমার পদভ্রষ্ট হওয়ার ভয়েও ভীত নই; ন—না; পাশ-বন্ধাৎ—
বরুণপাশের দ্বারা বন্দী হওয়া থেকেও; ব্যসনাৎ—দুঃখ-কষ্ট থেকেও নয়;
দুরত্যাৎ—যা আমার পক্ষে অসহ্য; ন—না; এব—নিশ্চিতভাবে; অর্থ-কৃচ্ছাৎ—
দারিদ্র্যবশত অথবা ধনের অভাবে; ভবতঃ—আপনার; বিনিগ্রহাৎ—যে দণ্ড আমি
এখন ভোগ করছি তা থেকে; অসাধু-বাদাৎ—অপযশ থেকে; ভৃশম্—অত্যন্ত;
উদ্বিজে—আমি উদ্বিগ্ন হই; যথা—যেমন।

অনুবাদ

আমি অপযশকে যেভাবে ভয় করি, সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, অর্থাভাব,
বরুণপাশ অথবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড থেকেও আমি সেই প্রকার ভীত নই।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ যদিও সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত ছিলেন, তবুও তিনি একজন
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে প্রতারণা করার অপযশ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর যশ
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন,
কিভাবে সেই অপযশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবান তাই তাঁকে সদুপদেশ
দিয়েছিলেন যে, তাঁর মস্তক নিবেদন করার দ্বারা তিনি তাঁর যশ রক্ষা করতে পারেন।
বৈষ্ণব কখনও কোন প্রকার দণ্ডকে ভয় করেন না। নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন
বিভ্যতি (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১৭/২৮)।

শ্লোক ৪

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হন্তমার্পিতম্ ।

যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি ॥ ৪ ॥

পুংসাম্—মানুষের; শ্লাঘ্য-তমম্—অত্যন্ত প্রশংসনীয়; মন্যে—আমি বিবেচনা করি;
দণ্ডম্—দণ্ড; অর্হন্তম-অর্পিতম্—পরম আরাধ্য আপনার দ্বারা প্রদত্ত; যম্—যা; ন—
না; মাতা—মাতা; পিতা—পিতা; ভ্রাতা—ভ্রাতা; সুহৃদঃ—বন্ধু; চ—ও; আদিশন্তি—
অর্পণ করেন; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধু যদিও কখনও কখনও শুভাকাক্ষীরূপে দণ্ডদান করেন, তবুও তাঁরা তাঁদের আশ্রিতজনকে কখনও এইভাবে দণ্ডদান করেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু পরম আরাধ্য ভগবান, তাই আমি আপনার প্রদত্ত এই দণ্ডকে সব চাইতে প্রশংসনীয় বলে মনে করি।

তাৎপর্য

ভগবানের দেওয়া দণ্ডকে ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপা বলে মনে করেন।

তত্ত্বেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে

জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

“যিনি আপনার অনুকম্পা আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তার ফলে যিনি সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে সহ্য করেন, এবং যিনি সর্বদা তাঁর মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, এবং যিনি সর্বদা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য পাত্র।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৮) ভক্ত জানেন যে, ভগবানের দেওয়া তথাকথিত দণ্ড ভক্তকে সংশোধন করে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য ভগবানেরই অনুগ্রহ। তাই পিতা, মাতা, ভাই অথবা সুহৃদের দেওয়া সব চাইতে বড় উপকারের সঙ্গেও ভগবানের দেওয়া দণ্ডের তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ৫

ত্বং নুনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ ।

যো নোহনেকমদাক্তানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশং ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; নুনম্—বস্তুতপক্ষে; অসুরাণাম্—অসুরদের; নঃ—আমাদের মতো; পরোক্ষঃ—পরোক্ষ; পরমঃ—পরম; গুরুঃ—গুরু; যঃ—আপনি; নঃ—আমাদের; অনেক—বহু; মদ-অক্সানাম্—জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অক্স; বিভ্রংশম্—আমাদের অহঙ্কার দূর করে; চক্ষুঃ—জ্ঞানচক্ষু; আদিশং—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি পরোক্ষভাবে আমাদের মতো অসুরদের পরম হিতকারী, তাই আপনি শত্রুর ভূমিকা অবলম্বন করে আমাদের পরম হিত সাধন করেন। যেহেতু আমাদের মতো অসুরেরা সর্বদাই প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই হেতু আপনি আমাদের দণ্ডদান করে প্রকৃত সৎপথ দর্শন করার জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবানকে দেবতাদের থেকে অসুরদের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ বলে মনে করেছিলেন। জড় জগতে মানুষ যতই সম্পদ লাভ করে, ততই সে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অক্স হয়ে যায়। দেবতারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের ভক্ত, কিন্তু ভগবান যদিও আপাতদৃষ্টিতে অসুরদের পক্ষে ছিলেন না, তবুও তিনি তাদের প্রতিষ্ঠা লাভে বঞ্চিত করে সর্বদা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে আচরণ করেন। প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষ বিপথগামী হয়, তাই ভগবান তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের প্রতিষ্ঠা হরণ করেন।

শ্লোক ৬-৭

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যুঢ়েন বিবুধেতরাঃ ।

বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামুহৈকান্তযোগিনঃ ॥ ৬ ॥

তেনাহং নিগৃহীতোহস্মি ভবতা ভূরিকর্মণা ।

বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাতিব্রীড়ে ন চ ব্যথে ॥ ৭ ॥

যস্মিন্—আপনাতে; বৈর-অনুবন্ধেন—নিরন্তর শত্রুর মতো আচরণ করে; ব্যুঢ়েন—এই প্রকার বুদ্ধিতে স্থির হয়ে; বিবুধ-ইতরাঃ—(দেবতাদের থেকে ভিন্ন) অসুরেরা;

বহবঃ—তাদের অনেকে; লেভিরে—প্রাপ্ত হয়েছে; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; যাম্—যা; উ হ—ভালভাবে অবগত; একান্ত-যোগিনঃ—মহান সিদ্ধযোগীদের সমতুল্য; তেন—অতএব; অহম্—আমি; নিগ্হীতঃ অস্মি—যদিও আমি দণ্ডিত হয়েছি; ভবতা—আপনার দ্বারা; ভূরি-কর্মণা—যিনি বহু আশ্চর্যজনক কার্য করতে পারেন; বদ্ধঃ চ—আমি বন্দী এবং আবদ্ধ হয়েছি; বরুণৈঃ পাশৈঃ—বরুণপাশের দ্বারা; ন অতি-ব্রীড়ে—আমি একটুও লজ্জিত নই; ন চ ব্যথৈ—আমি কোন ব্যথাও অনুভব করছি না।

অনুবাদ

বহু অসুরেরা আপনার প্রতি নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে অবশেষে মহান যোগীদের লভ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি এক কার্যের দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন, এবং তার ফলে যদিও আপনি আমাকে নানাভাবে দণ্ডদান করেছেন এবং বরুণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তবুও আমি একটুও লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করছি না।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ কেবল তাঁরই উপর ভগবানের কৃপা অনুভব করেননি। তিনি অন্যান্য অসুরদের উপরও ভগবানের কৃপা দর্শন করেছিলেন। ভগবান যেহেতু অত্যন্ত উদারভাবে তাঁর করুণা বিতরণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় কৃপাময়। বলি মহারাজ ছিলেন পূর্ণরূপে শরণাগত ভক্ত, কিন্তু অধিকাংশ অসুরেরাই ভগবানের ভক্ত ছিল না, তারা ছিল ভগবানের শত্রু, কিন্তু তারাও সিদ্ধযোগীদের সমতুল্য স্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে দণ্ডদান করার ব্যাপারে ভগবানের কোন গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাই ভগবান তাঁকে যে জটিল পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন, সেই জন্য তিনি লজ্জিত হননি বা ব্যথিত হননি।

শ্লোক ৮

পিতামহো মে ভবদীয়সন্মতঃ

প্রহ্লাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ ।

ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশংসং

সংপ্রাপিতস্ত্বংপরমঃ স্বপিত্রা ॥ ৮ ॥

পিতামহঃ—পিতামহ; মে—আমার; ভবদীয়-সম্মতঃ—আপনার ভক্তদের পূজিত; প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; আবিষ্কৃত-সাধু-বাদঃ—সর্বত্র ভক্তরূপে প্রসিদ্ধ; ভবৎ-বিপক্ষেণ—আপনার বিরোধী হয়ে; বিচিত্র-বৈশসম্—নানাভাবে উৎপীড়ন করে; সংপ্রাপিতঃ—দুঃখভোগ করেছিলেন; ত্বম্—আপনি; পরমঃ—পরম আশ্রয়; স্ব-পিত্রা—তঁার পিতার দ্বারা।

অনুবাদ

আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার সমস্ত ভক্তদের পূজনীয়। যদিও তিনি তঁার পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আপনার শরণাগত হয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত নানাভাবে নির্যাতিত হলেও, কখনও ভগবানের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্য কারও শরণাগত হন না। শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কৃপার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন না। তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তঁার পিতা হিরণ্যকশিপুর দ্বারা কঠোরভাবে নির্যাতিত হলেও ভগবানের চিন্তা থেকে একটুও বিচলিত হননি। বলি মহারাজ, ভগবান কর্তৃক দণ্ডিত হলেও, তেমনই তঁার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তিতে অবিচলিত ছিলেন।

শ্লোক ৯

কিমাশ্রনানেন জহাতি যোহন্ততঃ

কিং রিক্খহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ ।

কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া

মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; আশ্রনা অনেন—এই দেহের; জহাতি—ত্যাগ করে; যঃ—যা (দেহ); অন্ততঃ—জীবনের অন্তে; কিম্—কি প্রয়োজন; রিক্খ-হারৈঃ—ধন লুণ্ঠনকারী; স্বজন-আখ্য-দস্যুভিঃ—আত্মীয়স্বজন নামক দস্যুদের; কিম্—কি প্রয়োজন; জায়য়া—পত্নীর; সংসৃতি-হেতু-ভূতয়া—যে সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ; মর্ত্যস্য—মরণশীল ব্যক্তির; গেহৈঃ—গৃহ, পরিবার এবং জাতির; কিম্—কি প্রয়োজন; ইহ—এই গৃহে; আয়ুষঃ—আয়ুর; ব্যয়ঃ—অপচয় মাত্র।

অনুবাদ

এই জড় দেহের কি প্রয়োজন, যা জীবনান্তে আপনা থেকেই তার মালিককে পরিত্যাগ করে? আত্মীয়-স্বজনের কি প্রয়োজন যারা প্রকৃতপক্ষে ধন অপহরণ করে, যা ভগবানের চিন্ময় সেবায় ব্যবহার করা যেত? পত্নীর কি প্রয়োজন যে কেবল সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ মাত্র, এবং পরিবার-পরিজন, গৃহ, দেশ এবং জাতির কি প্রয়োজন? তাদের প্রতি আসক্তি কেবল মূল্যবান আয়ুর অপচয় মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ— “সর্বধর্ম ত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও।” সাধারণ মানুষ ভগবানের এই প্রকার উক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ তারা মনে করে যে, তার জীবদ্দশায় তার পরিবার, সমাজ, দেশ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদিই হচ্ছে সব কিছু। সেই সব ত্যাগ করে ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে কেন? কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি মহারাজ আদি মহাত্মাদের আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবানের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের যথার্থ কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষ্ণুর শরণাগত হয়েছিলেন। তেমনই বলি মহারাজ তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্য এবং অন্যান্য অসুর নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বামনদেবের শরণাগত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজের মতো ভক্তেরা যে আত্মীয়স্বজন, বাড়িঘর ইত্যাদির স্বাভাবিক আকর্ষণ ত্যাগ করে তাদের শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তা দেখে অনেকে আশ্চর্যাব্বিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলি মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, সমস্ত জড় কার্যকলাপের কেন্দ্র দেহটিও একটি বাহ্যতত্ত্ব। যদিও আমরা আমাদের কার্যকলাপের জন্য আমাদের দেহ সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে চাই, তবুও দেহটি চিরকাল থাকে না। আমাদের স্বরূপে আমরা আত্মা, যা নিত্য। দেহটি কিছুদিন ব্যবহার করার পর প্রকৃতির নিয়মে সেই দেহটি ত্যাগ করে, আমাদের আর একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হয় (তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)। আমরা যদি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি লাভের জন্য দেহটির দ্বারা সেবা সম্পাদন না করি, তা হলে আবার আমাদের আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে। তাই অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেহটির ব্যবহার করা উচিত নয়। আমাদের জানা কর্তব্য যে, আমরা যদি ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেহটির ব্যবহার করি, তা হলে তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ যথাসময়ে আত্মা আপনা থেকেই দেহটি ত্যাগ করে চলে যাবে।

আমরা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তারা কারা? আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বেশে তারা কেবল বিভ্রান্ত আত্মার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদই লুণ্ঠন করে। প্রতিটি মানুষই তার পত্নীর প্রতি আসক্ত, কিন্তু সেই পত্নী কে? পত্নীকে বলা হয় স্ত্রী, অর্থাৎ ‘যে জড় বন্ধন বৃদ্ধি করে’। কোনও ব্যক্তি যদি পত্নীবিহীন জীবন যাপন করে, তা হলে তার জড় বন্ধন হ্রাস পায়। মানুষ যখনই বিবাহ করে এবং পত্নীর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই তার জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি বর্ধিত হতে থাকে।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং

তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রহ্মিমাঃ ।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-

র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি ॥

“স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রহ্মি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে ‘আমি ও আমার’ বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/৮) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে পত্নী অবাঞ্ছিত বস্তুর আসক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষ যদি তার গৃহ এবং তার কাছে যা রয়েছে সব কিছুই ভগবানের সেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত না করে, তা হলে তাকে ত্রিতাপ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক) ভোগ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মানব-সমাজে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং তার ফলে তারা নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। আমরা ‘যোগ্যতম ব্যক্তির বেঁচে থাকার’ কথা বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই বাঁচতে পারে না, কারণ এই সংসারে কেউই স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ১০

ইথং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহা-

নগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্ ।

ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্

ভীতঃ স্বপক্ষক্ষণস্য সত্তম ॥ ১০ ॥

ইথম্—এই কারণে (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে); সঃ—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); নিশ্চিত্য—নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করেছিলেন; পিতামহঃ—আমার পিতামহ; মহান্—মহান ভক্ত; অগাধ-বোধঃ—আমার পিতামহ, যিনি তাঁর ভক্তির প্রভাবে অসীম জ্ঞান লাভ করেছিলেন; ভবতঃ—আপনার; পাদ-পদ্বম্—শ্রীপাদপদ্মের; ধ্রুবম্—অচ্যুত, নিত্য আশ্রয়; প্রপেদে—শরণাগত; হি—বস্তুতপক্ষে; অকুতঃ-ভয়ম্—সর্বতোভাবে নির্ভয়; জনাৎ—জনগণ থেকে; ভীতঃ—ভীত হয়ে; স্বপক্ষক্ষপণস্য—আমাদের পক্ষের অসুরদের সংহারকারী আপনার; সত্তম—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুর সংহারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্মকে একমাত্র আশ্রয় জেনে, আপনার অবিনশ্বর এবং অভয় পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

অথাহমপ্যাত্মরিপোস্তবাস্তিকং

দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ ।

ইদং কৃতান্তাস্তিকবর্তি জীবিতং

যয়াধ্রুবং স্তন্ধমতির্ন বুধ্যতে ॥ ১১ ॥

অথ—অতএব; অহম্—আমি; অপি—ও; আত্ম-রিপোঃ—পরিবারের পরম্পরাগত শত্রু; তব—আপনার; অস্তিকম্—আশ্রয়; দৈবেন—দৈবের দ্বারা; নীতঃ—আনীত; প্রসভম্—বলপূর্বক; ত্যাজিত—বিহীন; শ্রীঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য; ইদম্—এই জীবন-দর্শন; কৃত-অন্ত-অস্তিক-বর্তি—যমের নিকটবর্তী; জীবিতম্—জীবন; যয়া—এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা; অধ্রুবম্—ক্ষণস্থায়ী; স্তন্ধমতিঃ—এই প্রকার মূর্থ ব্যক্তি; ন বুধ্যতে—বুঝতে পারে না।

অনুবাদ

দৈববশত আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে, বলপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যজনিত মোহবশত মরণশীল জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। আমি দৈববশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।

তাৎপর্য

যদিও প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ ব্যতীত দৈত্যকুলের সকলেই বিষ্ণুকে তাদের নিত্য শত্রু বলে মনে করে, তবুও বলি মহারাজ ভগবানের আচরণের প্রশংসা করেছিলেন। বলি মহারাজ বলেছেন যে, বিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিবারের শত্রু নন, মিত্র। এই মৈত্রীর সিদ্ধান্ত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। *যস্যাহমনুগৃহ্মামি হরিষ্যো তদ্ধনং শনৈঃ*—ভগবান তাঁর ভক্তের সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবানের এই আচরণ বলি মহারাজ তাই বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, *দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যজিতশ্রীঃ*—“আমাকে নিত্য জীবন প্রদান করার জন্য আপনি আমাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন।”

প্রকৃতপক্ষে সকলেরই কর্তব্য, যে আত্মীয় স্বজন এবং সমাজের জন্য তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তাদের ভয়ে ভীত হওয়া। বলি মহারাজ *জনাৎ* ভীতঃ পদটির দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা। এই প্রকার ব্যক্তিকে প্রমত্ত বা আকাশ-কুসুমের পিছনে ধাবিত উন্মাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার মানুষেরা জানে না যে, তাদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর তাদের দেহ পরিবর্তন করতে হবে, এবং তারপর যে তারা কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। যারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ফলে তাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অবগত হয়েছেন, তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন না। কিন্তু যদি নিষ্ঠাবান ভক্ত কোনক্রমে অধঃপতিত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সংশোধন করে নরকের অন্ধতম প্রদেশে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

অদাস্তগোভির্বিশতাং তমিষং

পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৩০)

সংসার-জীবন পুনঃ পুনঃ চর্বিত বস্তুর চর্বণ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। যদিও এই প্রকার জীবনে কোন লাভ নেই, তবুও মানুষ তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। *নুনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*। তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের ফলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং দুঃখ-দুর্দশাময় শরীর লাভ করে। বলি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে ভগবান তাঁকে এই প্রকার অজ্ঞানাচ্ছন্ন

মোহগ্রস্ত জীবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন যে, তাঁর বুদ্ধি
স্কন্ধ হয়েছে। স্কন্ধমতির্ন বুধ্যতে। ভগবান যে কিভাবে বলপূর্বক তাঁর ভক্তের
জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধন করে কৃপা করেন তা তিনি বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

তস্যেখং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।

আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোধিতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তস্য—বলি মহারাজের; ইখম্—
এই প্রকার; ভাষমাণস্য—যখন তাঁর সৌভাগ্য বর্ণনা করছিলেন; প্রহ্লাদঃ—তাঁর
পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ; ভগবৎপ্রিয়ঃ—ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত;
আজগাম—সেখানে এসেছিলেন; কুরুশ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ;
রাকাপতিঃ—চন্দ্র; ইব—সদৃশ; উদিতঃ—উদিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলি মহারাজ যখন এইভাবে
তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, তখন ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান
পূর্ণচন্দ্রের মতো সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তমিन्द्रসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া

বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্ ।

প্রাংশুং পিশঙ্গাস্বরমঞ্জনদ্বিষং

প্রলম্ববাহুং শুভগর্ষভমৈক্ষত ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই প্রহ্লাদ মহারাজকে; ইन्द्र-সেনঃ—বলি মহারাজ, যিনি ইन्द्रের সমস্ত
সৈন্যবল অধিকার করেছিলেন; স্ব-পিতামহম্—তাঁর পিতামহকে; শ্রিয়া—পরম

সৌন্দর্যমণ্ডিত; বিরাজমানম্—বিরাজমান; নলিন-আয়ত-ঈক্ষণম্—পদ্মফুলের মতো আয়ত চক্ষু; প্রাংশুম্—পরম সুন্দর দেহ; পিশঙ্গ-অম্বরম্—পীত বসনধারী; অঞ্জন-ত্বিষম্—অঞ্জনের মতো কৃষ্ণকান্তি; প্রলম্ব-বাহুম্—অতি দীর্ঘ বাহু; শুভগ-ঋষভম্—সমস্ত মঙ্গলময় পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ঐক্ষত—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

তখন বলি মহারাজ পরম সৌভাগ্যবান, অঞ্জনের মতো কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত কলেবর, পীতবসনধারী, লম্বিতভুজ, পদ্মলোচন, পরম শোভাসম্পন্ন তাঁর পিতামহকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্মৈ বলিবারুণপাশযন্তিতঃ

সমর্হণং নোপজহার পূর্ববৎ ।

ননাম মূর্ধ্নাশ্রবিলোললোচনঃ

সব্রীড়নীচীনমুখো বভূব হ ॥ ১৪ ॥

তস্মৈ—প্রহ্লাদ মহারাজকে; বলিঃ—বলি মহারাজ; বারুণ-পাশ-যন্তিতঃ—বারুণপাশের দ্বারা আবদ্ধ; সমর্হণম্—উপযুক্ত সম্মান; ন—না; উপজহার—নিবেদন করেছিলেন; পূর্ব-বৎ—পূর্বের মতো; ননাম—প্রণাম করেছিলেন; মূর্ধ্না—তাঁর মস্তকের দ্বারা; অশ্র-বিলোল-লোচনঃ—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে; সব্রীড়—লজ্জা সহকারে; নীচীন—নিচের দিকে; মুখঃ—মুখ; বভূব হ—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

বারুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারলেন না। পরন্তু তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করে লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ যেহেতু বামনদেবের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন, তাই তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলেন। বলি মহারাজ ঐকান্তিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি ভগবানের চরণে অপরাধ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ নিশ্চয়ই তা পছন্দ করেননি, তাই বলি মহারাজ লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সৎপতিং

হরিং সুনন্দাদ্যনুগৈরুপাসিতম্ ।

উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা

ননাম মূর্ধ্না পুলকাক্ষবিক্রবঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; তত্র—সেখানে; হ আসীনম্—উপবিষ্ট হয়ে; উদীক্ষ্য—দর্শন করে; সৎ-পতিম্—মুক্ত পুরুষদের পতি ভগবান; হরিম্—শ্রীহরি; সুনন্দ-আদি-অনুগৈঃ—সুনন্দ আদি অনুচরদের দ্বারা; উপাসিতম্—পূজিত হয়ে; উপেত্য—কাছে গিয়ে; ভূমৌ—ভূমিতে; শিরসা—তঁার মস্তকের দ্বারা; মহা-মনাঃ—মহান ভক্ত; ননাম—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; মূর্ধ্না—তঁার মস্তকের দ্বারা; পুলক-অক্ষ-বিক্রবঃ—আনন্দাক্ষর দ্বারা বিচলিত।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ সুনন্দ আদি অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে সেখানে উপবিষ্ট দর্শন করে আনন্দে বিহুল হয়েছিলেন, এবং তখন তঁার নয়নযুগল আনন্দাক্ষরে প্লাবিত হয়েছিল। ভগবানের কাছে এসে ভূপতিত হয়ে, তঁার মস্তকের দ্বারা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমূর্জিতং

হতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্ ।

মন্যে মহানস্য কৃতো হনুগ্রহো

বিভ্রংশিতো যচ্ছিয় আত্মমোহনাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; এব—বস্তুতপক্ষে; দত্তম্—যা দেওয়া হয়েছে; পদম্—এই পদ; ঐন্দ্রম্—দেবরাজ ইন্দ্রের; উর্জিতম্—অতি মহান; হতম্—অপহৃত হয়েছে; তৎ—তা; এব—বস্তুতপক্ষে; অদ্য—আজ; তথা—যেমন; এব—বস্তুতপক্ষে; শোভনম্—সুন্দর; মন্যে—আমি মনে করি;

মহান্—মহান; অস্য—তঁার (বলি মহারাজের); কৃতঃ—আপনি করেছেন; হি—বস্তুতপক্ষে; অনুগ্রহঃ—কৃপা; বিভ্রংশিতঃ—বঞ্চিত হয়ে; যৎ—যেহেতু; শ্রিয়ঃ—সেই ঐশ্বর্য থেকে; আত্ম-মোহনাৎ—যা আত্মাকে মোহিত করে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে প্রভু, আপনি এই বলিকে মহা সম্পদশালী ইন্দ্র পদ প্রদান করেছিলেন, এবং আজ আপনি তা হরণ করলেন। আমার মনে হয় আপনার এই দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই সমান সুন্দর। কারণ এই অতি উচ্চ ইন্দ্রপদ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, অতএব আপনি তার সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করে তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, যস্যাহমনুগ্হামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৮/৮)। ভগবানের কৃপায় জীব সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই জড় ঐশ্বর্যের ফলে সে যদি গর্বিত হয় এবং আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিস্মৃত হয়, তা হলে ভগবান তার সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নেন। ভগবান তাঁর ভক্তকে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। সেই উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর ভক্তকে সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু জড় ঐশ্বর্য কখনও কখনও বিপজ্জনক হয়, কারণ তা তাকে সব কিছুর প্রভু এবং ভোক্তা হওয়ার অভিমান প্রদান করে জড় প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট করে। এই ভ্রান্তি থেকে ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে নেন। যস্যাহমনুগ্হামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

শ্লোক ১৭

যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-

স্তৎ কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা ।

তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ

নারায়ণাখিললোকসাক্ষিণে ॥ ১৭ ॥

যয়া—যেই জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা; হি—বস্তুতপক্ষে; বিদ্বান্ অপি—বিদ্বান ব্যক্তিও; মুহ্যতে—মোহিত হয়; যতঃ—সংযত; তৎ—তা; কঃ—কে; বিচষ্টে—অন্বেষণ

করতে পারে; গতিম্—প্রগতি; আত্মনঃ—আত্মার; যথা—যথাযথভাবে; তস্মৈ—তাকে; নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে; জগৎ-ঈশ্বরায়—জগদীশ্বরকে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; নারায়ণায়—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; অখিল-লোক-সাক্ষিণে—যিনি সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষী।

অনুবাদ

জড় ঐশ্বর্য এমনই মোহজনক যে, তা বিদ্বান এবং আত্মসংযত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু জগদীশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু দর্শন করতে পারেন। অতএব আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কো বিচেষ্টে গতিমাত্মনো যথা পদটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়, তখন সে অবশ্যই আত্ম-উপলব্ধির লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। আধুনিক জগতের এই অবস্থা। জড় ঐশ্বর্যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্ম-উপলব্ধির পন্থা পরিত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানকে জানতে, ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী নয়। আধুনিক মানুষেরা তাদের জড়-জাগতিক সম্পদের ফলে উন্মত্ত হয়ে এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। এই প্রকার সভ্যতা যদি চলতে থাকে, তা হলে শীঘ্রই ভগবান মানুষের সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে নেবেন। তখন তারা প্রকৃতিস্থ হবে।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

তস্যানুশ্ৰুতৌ রাজন্ প্রহ্লাদস্য কৃতাজ্জলেঃ ।

হিরণ্যগর্ভৌ ভগবানুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; অনুশ্রুতঃ—যাতে তিনি শুনতে পান; রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; প্রহ্লাদস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; কৃত-অজ্জলেঃ—কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্মা; ভগবান্—মহান শক্তিমান; উবাচ—বলেছিলেন; মধুসূদনম্—ভগবান শ্রীমধুসূদনকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন ব্রহ্মা কৃতাজ্জলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রুতিগোচরেই ভগবানকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯

বন্ধং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপত্নী ভয়বিহুলা ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোপেন্দ্রং বভাষেহবান্মুখী নৃপ ॥ ১৯ ॥

বন্ধম্—বন্দী; বীক্ষ্য—দর্শন করে; পতিম্—তঁার পতিকে; সাধ্বী—সতী; তৎপত্নী—বলি মহারাজের পত্নী; ভয়-বিহুলা—ভয়ে অত্যন্ত বিহুল হয়ে; প্রাঞ্জলিঃ—বন্ধাজ্জলি; প্রণতা—প্রণতি নিবেদন করে; উপেন্দ্রম্—বামনদেবকে; বভাষে—সম্বোধন করেছিলেন; অবাক্-মুখী—অবনত বদনে; নৃপ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

বলি মহারাজের সাধ্বী পত্নী তঁার পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করে ভীতা এবং ব্যাকুলিতা হয়েছিলেন। তিনি তখন ভগবান বামনদেবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কৃতাজ্জলিপুটে অবনত বদনে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যদিও বলছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তঁাকে থামতে হয়েছিল, কারণ বলি মহারাজের পত্নী বিক্ষ্যাবলি অত্যন্ত বিচলিতা এবং ভীতা হয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীবিক্ষ্যাবলিরুবাচ

ক্ৰীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে

স্বাম্যং তু তত্র কুধিয়োহপর ঈশ কুরুঃ ।

কর্তুঃ প্রভোস্তুব কিমস্যত আবহন্তি

ত্যক্তহ্রিয়স্তদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-বিক্ষ্যাবলিঃ উবাচ—বলি মহারাজের পত্নী বিক্ষ্যাবলি বললেন; ক্ৰীড়া-অর্থম্—লীলা-বিলাসের জন্য; আত্মনঃ—আপনি; ইদম্—এই; ত্রি-জগৎ—ত্রিভুবন (এই

ব্রহ্মাণ্ড); কৃতম্—সৃষ্টি করেছেন; তে—আপনার দ্বারা; স্বাম্যম্—প্রভুত্ব; তু—কিন্তু; তত্র—তার উপর; কুধিয়ঃ—মূর্খ; অপরে—অন্যেরা; দৈশঃ—হে ভগবান; কুর্ঘুঃ—স্থাপন করেছে; কর্তুঃ—পরম স্রষ্টার জন্য; প্রভোঃ—পরম পালনকর্তার জন্য; তব—আপনার জন্য; কিম্—কি; অসত্যঃ—পরম সংহারকর্তার জন্য; আবহন্তি—তারা নিবেদন করতে পারে; ত্যক্ত-হ্রিয়ঃ—নির্লজ্জ, নির্বোধ; ত্বৎ—আপনার দ্বারা; অবরোপিত—অল্পজ্ঞানবশত ভ্রান্তভাবে অর্পিত; কর্তৃ-বাদাঃ—এই প্রকার মূর্খ অজ্ঞাবাদীদের প্রভুত্ব।

অনুবাদ

শ্রীমতী বিষ্ণ্যাবলি বললেন—হে প্রভু, আপনি আপনার লীলা-বিলাসের আনন্দ আশ্বাদনের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ভোগবুদ্ধিবশত এই জগতের উপর প্রভুত্ব আরোপ করে। তারা নিশ্চিতভাবে নির্লজ্জ সংশয়বাদী। মিথ্যা প্রভুত্ব দাবি করে তারা মনে করে যে, তারা দান করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। এই অবস্থায়, জগতের স্বতন্ত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা আপনার প্রীতি সাধনের জন্য তারা কি করতে পারে?

তাৎপর্য

বলি মহারাজের অত্যন্ত বুদ্ধিমতী পত্নী তাঁর পতির বন্দীদশা সমর্থন করেছিলেন এবং ভগবানের সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব দাবি করার জন্য তাঁকে বুদ্ধিহীন বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই রকম দাবি করা আসুরিক জীবনের লক্ষণ। ভগবান যদিও দেবতাদের এই জড় জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা জড় ভোগের প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও কখনও ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রভুত্ব দাবি করেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে, সব কিছুই প্রকৃত প্রভু হচ্ছেন ভগবান। এটিই দেবতাদের যোগ্যতা। কিন্তু অসুরেরা ভগবানের একাধিপত্য স্বীকার করার পরিবর্তে, দেশের সীমা নির্ধারণ করার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য দাবি করে। তারা বলে, “এই অংশটি আমার এবং ওই অংশটি তোমার। এই অংশটি আমি দান করতে পারি এবং এই অংশটি আমি আমার ভোগের জন্য রাখতে পারি।” এগুলি সমস্ত আসুরিক ধারণা। ভগবদ্গীতায় (১৬/১৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্ত্যে মনোরথম্—“আমি এত ধন এবং ভূমি অধিকার করেছি। এখন আমাকে ক্রমশ আরও অধিক সংগ্রহ করতে হবে। এইভাবে আমি এই জগতের সব চাইতে বড় প্রভু হব। কে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে?” এগুলি আসুরিক মনোভাব।

বলি মহারাজের পত্নী বলি মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, ভগবান যদিও তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁকে বন্দী করেছেন, এবং বলি মহারাজ যদিও তাঁর দেহ ভগবানের তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য ভগবানকে দান করেছেন, তবুও তিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহটি তাঁর নয়, কিন্তু তাঁর আসুরিক মনোভাবের ফলে তিনি সেই কথা বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর দান করার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারার ফলে যেহেতু তাঁর অপযশ হবে এবং যেহেতু দেহটি তাঁর, তাই তিনি ভগবানকে তাঁর দেহটি উৎসর্গ করে সেই অপযশ থেকে মুক্ত হবেন। প্রকৃতপক্ষে দেহটিও কিন্তু ভগবানের, কারণ ভগবানই এই দেহটি দান করেছেন। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকটানি মায়ায়া ॥

ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং জীবের জড় বাসনা অনুসারে ভগবান জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্রস্বরূপ বিশেষ প্রকার শরীর প্রদান করেন। দেহটি প্রকৃতপক্ষে জীবের নয়; সেটি ভগবানের। অতএব বলি মহারাজ কিভাবে দাবি করেছিলেন যে, দেহটি তাঁর?

এইভাবে বলি মহারাজের বুদ্ধিমতী পত্নী বিদ্যাবলি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর অহৈতুকী কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর পতিকে মুক্ত করেন। তা না হলে তাঁর কী গতি হবে। বলি মহারাজ তো এক নির্লজ্জ দৈত্য ছাড়া আর কিছুই নন, বিশেষ করে এখানে তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ত্যক্তহ্রিয়স্তদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ—এক মূর্থ ব্যক্তি যিনি ভগবানের সম্পত্তির উপর আধিপত্য দাবি করছেন। এই কলিযুগে ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এই প্রকার নির্লজ্জ নাস্তিকদের সংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা ভগবানের আধিপত্য অস্বীকার করে পৃথিবীর ধ্বংস সাধনের জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা করেছে। তারা জগতের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করতে পারে না, এবং দুর্ভাগ্যবশত তারা এই কলিযুগের প্রভাবে সারা পৃথিবীকে এক বিশৃঙ্খলার সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছে। এই সমস্ত অসুরদের প্রচারের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছে যে সমস্ত সরল মানুষ, তাদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নিতান্ত আবশ্যিক। এই পরিস্থিতির যদি সংশোধন করা না হয়, তা হলে নাস্তিক অসুরদের নেতৃত্বে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময় ।

মুঞ্চৈনং হতসর্বস্বং নায়মহীতি নিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; ভূত-ভাবন—হে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলের সমৃদ্ধি সাধনকারী ভগবান; ভূত-ঈশ—সকলের ঈশ্বর; দেব-দেব—হে দেবতাদের আরাধ্য দেবতা; জগৎ-ময়—হে সর্বব্যাপ্ত; মুঞ্চ—দয়া করে মোচন করুন; এনম্—এই অসহায় বলি মহারাজকে; হত-সর্বস্বম্—যার সব কিছু হারিয়ে গেছে; ন—না; অয়ম্—এই অসহায় ব্যক্তি; অহীতি—যোগ্য; নিগ্রহম্—দণ্ড।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগন্ময়, আপনি বলির যথাসর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন আপনি ঐকে মুক্ত করুন। তিনি আর দণ্ডযোগ্য নন।

তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মা দেখলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বিদ্যাবলি ভগবানের কাছে বলি মহারাজের জন্য আগেই কৃপা-প্রার্থনা করেছেন, তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং জড়-জাগতিক বিচারের ভিত্তিতে বলি মহারাজের মুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

কৃৎস্না তেহনেন দত্তা ভূলোকাঃ কর্মার্জিতাশ্চ যে ।

নিবেদিতং চ সর্বস্বমাত্মাবিক্রবয়া ধিয়া ॥ ২২ ॥

কৃৎস্নাঃ—সমস্ত; তে—আপনাকে; অনেন—এই বলি মহারাজের দ্বারা; দত্তাঃ—দান করেছেন অথবা ফিরিয়ে দিয়েছেন; ভূঃ লোকাঃ—সমস্ত ভূমি এবং সমস্ত লোক; কর্ম-অর্জিতাঃ চ—তিনি তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে যা কিছু লাভ করেছিলেন; যে—যা কিছু নিবেদিতম্ চ—আপনাকে নিবেদন করেছেন; সর্বস্বম্—তাঁর সর্বস্ব; আত্মা—এমন কি তাঁর শরীর; অবিক্রবয়া—অকাতরে; ধিয়া—এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই সব কিছু আপনাকে দান করেছেন। অকাতরে তিনি তাঁর ভূমি, লোক এবং তাঁর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেই সব, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত আপনাকে দান করেছেন।

শ্লোক ২৩

যৎপাদয়োঃশঠধীঃ সলিলং প্রদায়

দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপৰ্যাম্ ।

অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং

দাম্বানবিক্রবমনাঃ কথমার্তিমৃচ্ছেৎ ॥ ২৩ ॥

যৎ-পাদয়োঃ—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; অশঠ-ধীঃ—শঠতারহিত উদারচিত্ত ব্যক্তি; সলিলম্—জল; প্রদায়—নিবেদন করে; দূর্বা—দূর্বাঘাস; অঙ্কুরৈঃ—এবং ফুলের কলির দ্বারা; অপি—যদিও; বিধায়—নিবেদন করে; সতীম্—উত্তম; সপৰ্যাম্—পূজা সহকারে; অপি—যদিও; উত্তমাম্—অতি উন্নত; গতিম্—গতি; অসৌ—এই প্রকার উপাসক; ভজতে—যোগ্য; ত্রিলোকীম্—ত্রিভুবন; দাম্বান্—আপনাকে প্রদান করে; অবিক্রব-মনাঃ—নিষ্কপট চিত্ত; কথম্—কিভাবে; আৰ্ত্তিম্—বন্দী হওয়ার ক্রেশ; মৃচ্ছেৎ—যোগ্য।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্মে জল, দূর্বা অথবা ফুলের কলি নিবেদন করে, নিষ্কপট ব্যক্তি চিৎ-জগতে উত্তম গতি লাভ করেন। এই বলি মহারাজ ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনাকে অকাতর চিত্তে দান করেছেন। তা হলে কেন তিনি বন্দী হওয়ার কষ্ট ভোগ করবেন?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) বলা হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যপহতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

ভগবান এতই কৃপালু যে, কোন সরলচিত্ত ব্যক্তি যদি ভক্তি সহকারে নিষ্কপটে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে একটু জল, ফুল, ফল অথবা পাতা নিবেদন করেন, তা হলে

ভগবান তা গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। ব্রহ্মা এই বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন বরুণপাশে বদ্ধ বলি মহারাজকে মুক্ত করেন, যিনি তাঁকে ত্রিভুবন এবং তাঁর যথাসর্বস্ব ইতিমধ্যেই দান করেছেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ যমনুগ্ভামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্ ।

যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; ব্রহ্মন্—হে ব্রহ্মা; যম্—যাকে; অনুগ্ভামি—আমি কৃপা করি; তৎ—তার; বিশঃ—জড় ঐশ্বর্য অথবা ধন-সম্পদ; বিধুনোমি—হরণ করি; অহম্—আমি; যৎ-মদঃ—এই অর্থের ফলে মিথ্যা অহঙ্কার; পুরুষঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; স্তব্ধঃ—মূঢ়মতি; লোকম্—ত্রিলোক; মাম্ চ—আমাকেও; অবমন্যতে—অবজ্ঞা করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রহ্মা, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তি স্থূলবুদ্ধি এবং উন্মত্ত হয়। তার ফলে সে এই ত্রিভুবনে কাউকে সম্মান করে না, এমন কি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। আমি এই প্রকার ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করি।

তাৎপর্য

যে সভ্যতা জড় ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানকে অস্বীকার করে, সেই সভ্যতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মহা ঐশ্বর্যের ফলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এতই গর্বোদ্ধত হয় যে, সে কাউকেই গ্রাহ্য করে না, এমন কি ভগবানের আধিপত্য পর্যন্ত অস্বীকার করে। এই প্রকার মনোবৃত্তির ফল অবশ্যই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান কখনও কখনও বলি মহারাজের মতো ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

শ্লোক ২৫

যদা কদাচিৎজীবাভ্রা সংসরন্ নিজকর্মভিঃ ।

নানাযোনিষুনীশোহয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; কদাচিৎ—কখনও কখনও; জীবাভ্রা—জীবাভ্রা; সংসরন্—জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হতে; নিজ-কর্মভিঃ—তার সকাম কর্মের দ্বারা; নানা-যোনিষু—বিভিন্ন যোনিতে; অনীশং—স্বতন্ত্র নয় (সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন); অয়ম্—এই জীব; পৌরুষীম্ গতিম্—মানুষের পদ; আব্রজেৎ—প্রাপ্ত হতে চায়।

অনুবাদ

পরতন্ত্র জীব তার কর্মফলে সংসার-চক্রে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাই জীব যখন তার সমস্ত ঐশ্বর্য হারায় তা সব সময় ভগবানের কৃপার লক্ষণ নয়। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি কারও ঐশ্বর্য হরণ করে নিতে পারেন, অথবা তা না-ও করতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে এবং ভগবান তাঁর ইচ্ছাক্রমে পরিস্থিতি অনুসারে তাদের প্রতি আচরণ করেন। সাধারণত বুঝতে হবে যে, মনুষ্যজন্ম সব চাইতে দায়িত্বপূর্ণ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥

“জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয়।” (ভগবদ্গীতা ১৩/২২) এইভাবে সংসার-চক্রে বহু বহু যোনিতে ভ্রমণ করার পর জীব মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। তাই প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে সভ্য অথবা সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের কর্তব্য, তাঁর কার্যকলাপের জন্য অত্যন্ত দায়িত্বশীল হওয়া। কখনই পরবর্তী জীবনে অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। যেহেতু দেহের পরিবর্তন হবে (তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ), তাই আমাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। জীবনের যথার্থ সদ্যবহার যাতে হয় তা দেখাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মূর্খ জীবেরা

নিজেদের সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুক্ত নয়; সে সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সাবধান হওয়া এবং তার জীবনের কার্যকলাপের জন্য দায়িত্বশীল হওয়া।

শ্লোক ২৬

জন্মকর্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্যধনাদিভিঃ ।

যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

জন্ম—সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম; কর্ম—অদ্ভুত কর্ম, পুণ্যকর্ম; বয়ঃ—বয়স, বিশেষ করে যৌবন অবস্থায় মানুষ যখন অনেক কার্য করতে পারে; রূপ—দেহের সৌন্দর্য, যা সকলকে আকৃষ্ট করে; বিদ্যা—বিদ্যা; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য; ধন—ধন; আদিভিঃ—ইত্যাদির দ্বারা; যদি—যদি; অস্য—অধিকারীর; ন—না; ভবেৎ—হয়; স্তম্ভঃ—গর্ব; তত্র—সেই অবস্থায়; অয়ম্—ব্যক্তি; মৎ-অনুগ্রহঃ—আমার বিশেষ কৃপা লাভ করেছে বলে বুঝতে হবে।

অনুবাদ

কোন মানুষ যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা উচ্চকূলে জন্ম, অদ্ভুত কর্ম, যৌবন, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা ধনের গর্বে গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে।

তাৎপর্য

এই সমস্ত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তিনি জানেন যে, এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানেরই কৃপার ফলস্বরূপ। তাই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর সব কিছু, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত ভগবানের। কেউ যদি এইভাবে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবন-যাপন করেন, তা হলে বুঝতে হবে তিনি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন। অর্থাৎ ধন থেকে বঞ্চিত হওয়া ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে থাকেন এবং অনর্থক গর্বিত হয়ে মনে না করেন যে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, তা হলে সেটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

শ্লোক ২৭

মানস্তন্ত্রনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমস্ততঃ ।

সর্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেৎ মৎপরঃ ॥ ২৭ ॥

মান—অভিমান; স্তন্ত্র—এই দন্তের ফলে; নিমিত্তানাং—যা তার কারণ; জন্ম-
আদীনাং—উচ্চকূলে জন্ম ইত্যাদি; সমস্ততঃ—একত্রে; সর্ব-শ্রেয়ঃ—জীবনের পরম
লাভের জন্য; প্রতীপানাং—প্রতিবন্ধক; হন্ত—হায়; মুহ্যেৎ—মোহাচ্ছন্ন হয়; ন—
না; মৎপরঃ—আমার শুদ্ধ ভক্ত ।

অনুবাদ

যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম আদি ঐশ্বর্য ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক
যেহেতু সেগুলি অভিমান এবং দন্তের মূল কারণ, তবুও এই সমস্ত ঐশ্বর্য
ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বিচলিত করে না।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত, যিনি অসীম জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি
ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন। এক সময় কুবের ধ্রুব মহারাজকে বর
দান করতে চান, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ যদিও তাঁর কাছ থেকে যে কোন পরিমাণ
জড় ঐশ্বর্য চাইতে পারতেন, তবুও তিনি কুবেরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি
যেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন। ভক্ত যখন ভগবানের
সেবায় যুক্ত থাকেন, তখন ভগবানের সেই ভক্তকে জড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করার
প্রয়োজন হয় না। ভগবান যদিও কখনও কখনও পুণ্যকর্মজনিত ঐশ্বর্য হরণ করে
নেন, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তিজনিত ঐশ্বর্য কখনও হরণ করেন না। ভগবান তাঁর
ভক্তকে নিরভিমান অথবা ভগবদ্ভক্তিতে আরও ভালভাবে অধিষ্ঠিত করার জন্য
তাঁর সম্পদ হরণ করে নেন। কোন বিশেষ ভক্তের কার্য যদি হয় প্রচার করা,
কিন্তু তিনি তাঁর পরিবার অথবা ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করতে না
চান, তা হলে ভগবান অবশ্যই তাঁর সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে তাঁকে
ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারে
সর্বতোভাবে যুক্ত হন।

শ্লোক ২৮

এষ দানবদৈত্যানাংগ্রনীঃ কীর্তিবর্ধনঃ ।

অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥ ২৮ ॥

এষঃ—এই বলি মহারাজ; দানব-দৈত্যানাং—দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে; অগ্রনীঃ—শ্রেষ্ঠ ভক্ত; কীর্তি-বর্ধনঃ—যশস্বী; অজৈষীৎ—অতিক্রম করেছে; অজয়াং—অজেয়; মায়াং—মায়া; সীদন্—(তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে) বঞ্চিত হয়ে; অপি—যদিও; ন—না; মুহ্যতি—মোহাচ্ছন্ন হয়।

অনুবাদ

বলি মহারাজ দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়েছে, কারণ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তিতে অবিচলিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সীদন্নপি ন মুহ্যতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্ত কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় নানা রকম সঙ্কটের সম্মুখীন হন। সাধারণত সঙ্কটকালে সকলেই শোক করে এবং বিচলিত হয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিচলিত থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবান তাঁকে পরীক্ষা করছেন। বলি মহারাজ এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯-৩০

ক্ষীণরিক্খশ্চ্যুতঃ স্থানাং ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ ।

জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুষ্যপিতঃ ॥ ২৯ ॥

গুরুণা ভৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ ।

ছলৈরুক্তো ময়া ধর্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥ ৩০ ॥

ক্ষীণ-রিক্খঃ—সমস্ত ধন থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও; চ্যুতঃ—অধঃপতিত; স্থানাং—উচ্চপদ থেকে; ক্ষিপ্তঃ—বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত; বদ্ধঃ চ—এবং বলপূর্বক

বন্ধন করা হলেও; শত্রুভিঃ—তার শত্রুদের দ্বারা; জ্ঞাতিভিঃ চ—এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; পরিত্যক্তঃ—পরিত্যক্ত; যাতনাম্—সর্বপ্রকার যন্ত্রণা; অনুযাপিতঃ—অসাধারণ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ; গুরুণা—তার গুরুর দ্বারা; ভরসিতঃ—তিরস্কৃত; শপ্তঃ—এবং অভিশপ্ত; জহৌ—ত্যাগ করেছিল; সত্যম্—সত্য; ন—না; সুব্রতঃ—তঁার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত; ছলৈঃ—ছলনার দ্বারা; উক্তঃ—উক্ত; ময়া—আমার দ্বারা; ধর্মঃ—ধর্ম; ন—না; অয়ম্—এই বলি মহারাজ; ত্যজতি—ত্যাগ করেন; সত্য-বাক্—সত্যপ্রতিজ্ঞ।

অনুবাদ

বলি মহারাজ যদিও তার ধন-সম্পদ হারিয়েছে, তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয়েছে, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং গুরুর দ্বারা তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত ছিল এবং সত্যব্রত হয়নি। আমি কপটতাপূর্বক ধর্মতত্ত্ব বলেছিলাম, তবুও সে ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, কারণ সে সত্যপ্রতিজ্ঞ।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবান প্রদত্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এটিই ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপার আর একটি প্রমাণ। ভগবান কখনও কখনও ভক্তকে অসম্ভব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। বলি মহারাজকে যে অবস্থায় ফেলা হয়েছিল, সেই অবস্থায় অন্য কারও পক্ষে বেঁচে থাকাও অসম্ভব হত। বলি মহারাজ যে এই সমস্ত কঠোর পরীক্ষা এবং তপস্যা সহ্য করতে পেরেছিলেন, সেটিও ভগবানেরই কৃপা। ভগবান নিশ্চয়ই তঁার ভক্তের সহনশীলতার প্রশংসা করেন এবং ভক্তের ভবিষ্যৎ মহিমা কীর্তনের জন্য তা স্বর্ণাঙ্করে লিখিত থাকে। এটি কোন সাধারণ পরীক্ষা ছিল না। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, এই প্রকার পরীক্ষায় কারও পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হত না, কিন্তু মহাজনদের অন্যতম বলি মহারাজের ভবিষ্যৎ মহিমা কীর্তনের জন্য ভগবান কেবল তাঁকে পরীক্ষাই করেননি, সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সহ্য করার শক্তিও দিয়েছিলেন। ভগবান তঁার ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময় যে, ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার সময় তিনি তাঁকে তা সহ্য করার মতো শক্তি প্রদান করেন এবং এইভাবে তঁার মহিমা চিরস্থায়ী করে রাখেন।

শ্লোক ৩১

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুপ্রাপমমরৈরিপি ।

সাবর্ণেরন্তরস্যাং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—বলি মহারাজ; মে—আমার দ্বারা; প্রাপিতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে; স্থানম্—স্থান; দুপ্রাপম্—দুপ্রাপ্য; অমরৈঃ অপি—দেবতাদের দ্বারাও; সাবর্ণেঃ অন্তরস্যা—সাবর্ণি মন্তরে; অয়ম্—এই বলি মহারাজ; ভবিতা—হবে; ইন্দ্রঃ—দেবলোকের রাজা; মৎ-আশ্রয়ঃ—সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয়ে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—তার মহান সহনশক্তির ফলে আমি তাকে সেই স্থান প্রদান করেছি যা দেবতাদেরও দুর্লভ। সাবর্ণি মন্তরে সে দেবলোকের রাজা ইন্দ্র হবে।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের কৃপা। ভগবান তাঁর ভক্তের ঐশ্বর্য হরণ করে নিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে এমন পদ দান করেন, যা দেবতাদেরও কল্পনার অতীত। ভগবদ্ভক্তির ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে সুদামা বিপ্রে'র ঐশ্বর্য। সুদামা বিপ্র ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তার ফলে তিনি বিচলিত হননি এবং ভগবদ্ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হননি। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে কল্পনা'তীত ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। এখানে মদাশ্রয়ঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যেহেতু বলি মহারাজকে ইন্দ্রের পদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তাই দেবতারা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারত। কিন্তু বলি মহারাজকে ভগবান আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদাই ভগবানের আশ্রয়ে থাকবেন (মদাশ্রয়ঃ)।

শ্লোক ৩২

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্মবিনির্মিতম্ ।

যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তদ্রা পরাভবঃ ।

নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেক্ষয়া ॥ ৩২ ॥

তাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হচ্ছ; সুতলম্—সুতললোকে; অধ্যাস্তাম্—সেই স্থান অধিকার করে সেখানে বাস কর; বিশ্বকর্ম-বিনির্মিতম্—

বিশ্বকর্মার দ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত; যৎ—যেখানে; আধয়ঃ—মানসিক ক্রেশ; ব্যাধয়ঃ—দৈহিক ক্রেশ; চ—ও; ক্রমঃ—ক্রান্তি; তদ্ভা—আলস্য; পরাভবঃ—পরাজিত হয়ে; ন—না; উপসর্গাঃ—অন্যান্য উপদ্রবের লক্ষণ; নিবসতাম্—যারা সেখানে বাস করে; সংভবন্তি—সম্ভব হয়; মম—আমার; ঈক্ষয়া—বিশেষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিরচিত সুতললোকে বাস করবে। সেই স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাই সেখানে মানসিক ক্রেশ, দৈহিক ক্রেশ, ক্রান্তি, তদ্ভা, পরাজয় প্রভৃতি উপদ্রব নেই। বলি মহারাজ, এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস কর।

তাৎপর্য

বিশ্বকর্মা হচ্ছেন স্বর্গলোকের বিশাল অট্টালিকাগুলির কারিগর। অতএব, বিশ্বকর্মা যেহেতু বলি মহারাজের বসবাসের জন্য সুতললোকের অট্টালিকা এবং প্রাসাদগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাই সেগুলি অন্ততপক্ষে স্বর্গলোকের প্রাসাদগুলির সমতুল্য। সেই স্থানের অন্য আর একটি সুবিধা ছিল যে, সেখানে কোন প্রকার বাহ্য বিপত্তি ছিল না। অধিকন্তু সেখানে মানসিক ও দৈহিক ক্রেশও ছিল না। এইগুলি সুতল লোকের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে বলি মহারাজকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

বৈদিক শাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন গ্রহলোকের বর্ণনা পাই, যেখানে এই পৃথিবীর প্রাসাদগুলি থেকে শত-সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ বহু প্রাসাদ রয়েছে। যখন আমরা প্রাসাদের কথা বলি, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশাল নগরী এবং শহরের ধারণা আসে। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যখন অন্যান্য গ্রহলোকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তারা পাথর এবং বালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। তারা তাদের তুচ্ছ অভিযান চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের পাঠক কখনও তাদের কথায় বিশ্বাস করবে না অথবা তাদের অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার কৃতিত্ব প্রদান করবে না।

শ্লোক ৩৩

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তু তে ।

সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রসেন—হে বলি মহারাজ; মহারাজ—হে মহারাজ; যাহি—যাও; ভোঃ—হে রাজন; ভদ্রম্—কল্যাণ; অস্ত্র—হোক; তে—তোমার; সুতলম্—সুতললোকে; স্বর্গিভিঃ—দেবতাদের দ্বারা; প্রার্থ্যম্—বাঞ্ছিত; জ্ঞাতিভিঃ—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; পরিবারিতঃ—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

হে বলি মহারাজ (ইন্দ্রসেন), এখন তুমি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত সুতললোকে যেতে পার। সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে তুমি শান্তিতে বসবাস কর। তোমার কল্যাণ হোক।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ স্বর্গলোক থেকে সুতললোকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, যা ছিল স্বর্গলোক থেকে শত-শতগুণ শ্রেষ্ঠ, যে কথা স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যম্ পদটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। ভগবান যখন তাঁর ভক্তকে জড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেন, তার অর্থ এই নয় যে ভগবান তাঁকে দারিদ্র্যগ্রস্ত করেন। পক্ষান্তরে ভগবান তাঁকে আরও উচ্চপদে উন্নীত করেন। বলি মহারাজকে ভগবান তাঁর পরিবার পরিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলেননি, পক্ষান্তরে ভগবান তাঁকে তাদের সঙ্গে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন (জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ)।

শ্লোক ৩৪

ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে ।

ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

ন—না; ত্বাম্—তোমাকে; অভিভবিষ্যন্তি—জয় করতে সমর্থ হবে; লোক-ঈশাঃ—বিভিন্ন লোকপালগণ; কিম্ উত অপরে—সাধারণ মানুষের কি কথা; তৎ-শাসন-অতিগান্—তোমার আদেশ লঙ্ঘনকারী; দৈত্যান্—দৈত্যদের; চক্রম্—চক্র; মে—আমার; সূদয়িষ্যতি—সংহার করবে।

অনুবাদ

সুতললোকে সাধারণ মানুষদের কি কথা, লোকপালেরাও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর দৈত্যেরা যদি তোমার শাসন লঙ্ঘন করে, তা হলে আমার চক্র তাদের সংহার করবে।

শ্লোক ৩৫

রক্ষিষ্যে সর্বতোহহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।

সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥ ৩৫ ॥

রক্ষিষ্যে—রক্ষা করব; সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; অহম্—আমি; ত্বাম্—তোমাকে; স-অনুগম্—তোমার পার্শ্বদগণ সহ; স-পরিচ্ছদম্—তোমার উপকরণ সহ; সদা—সর্বদা; সন্নিহিতম্—নিকটে অবস্থিত; বীর—হে বীর; তত্র—সেখানে, তোমার স্থানে; মাম্—আমাকে; দ্রক্ষ্যতে—দর্শন করতে পারবে; ভবান্—তুমি।

অনুবাদ

হে মহাবীর, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমার পার্শ্বদগণ ও উপকরণ সহ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। অধিকন্তু, সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা দর্শন করতে পারবে।

শ্লোক ৩৬

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ ।

দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনশ্ক্যতি ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেই স্থানে; দানব-দৈত্যানাং—দৈত্য এবং দানবদের; সঙ্গাৎ—সঙ্গের ফলে; তে—তোমার; ভাবঃ—মনোভাব; আসুরঃ—আসুরিক; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মৎ-অনুভাবম্—আমার পরম প্রভাব, বৈ—বস্তুতপক্ষে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; কুণ্ঠঃ—উৎকণ্ঠা; বিনশ্ক্যতি—বিনষ্ট হবে।

অনুবাদ

সেখানে আমার পরম প্রভাব দর্শন করার ফলে, দানব এবং দৈত্যদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকণ্ঠার উদয় হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বলি মহারাজকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং অবশেষে ভগবান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি অসুরদের অসৎ সঙ্গের প্রভাব

থেকে তাঁকে সর্বদা রক্ষা করবেন। বলি মহারাজ অবশ্যই একজন উত্তম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ না হওয়ার ফলে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভগবান তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর আসুরিক মনোভাব নিরস্ত হবে। পক্ষান্তরে, ভক্তসঙ্গ প্রভাবে আসুরিক মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

সতাং প্রসঙ্গান্ম বীর্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২৫)

কোন অসুর যখন ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী ভক্তের সঙ্গ করেন, তখন তিনিও ক্রমশঃ শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।